দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 DEC 2016
পৃষ্ঠা … কলাম …

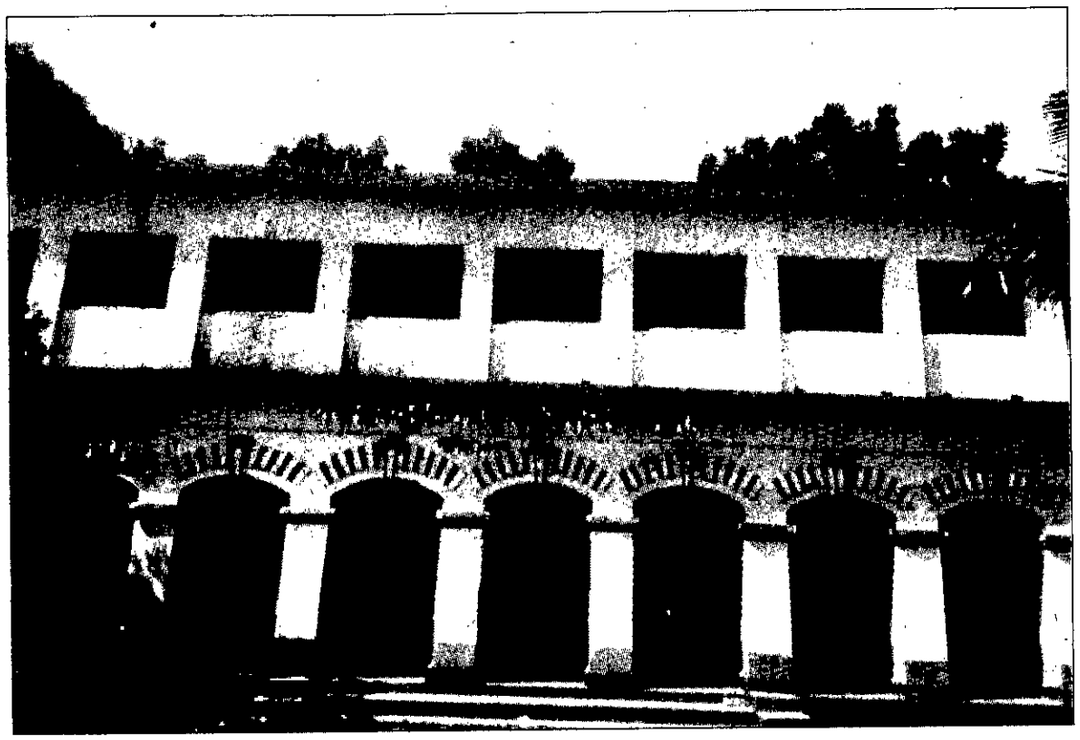



শালিখা (মাগুরা) : গঙ্গারামপুর পিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন —ইত্তেফাক

# শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে শালিখার গঙ্গারামপুর পিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়

■ জিআরএম তারিক, শালিখা (মাগুরা) সংবাদদাতা

১১৬ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে মাগুরার শালিখা উপজেলার গঙ্গারামপুর পিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। উনিশ শতকের প্রথম থেকে উপজেলার সবচেয়ে পুরান এ বিদ্যাপীঠ এলাকার মানুষদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছে।

এ অঞ্চলের মানুষ লেখাপড়ার জন্য তখন যশোর, খুলনা, ঢাকা বা কলকাতা যেতো। লেখাপড়ার এই ক্রান্তিলগ্নে এগিয়ে আসেন প্রসন্ন কুমার সেন নামে একজন গুণী ব্যক্তি। তিনি উপলব্ধি করেন, যেভাবেই হোক এই অজপাড়াগাঁয় শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে। ফলে তিনি ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে তার নাম অনুসারে প্রসন্ন কুমার সেন নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে গঙ্গারামপুর পিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান দ্রুতভাবেই ১৯০৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী স্বীকৃতি পায়।

এ স্কুলের সর্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র দাশ। সর্বশেষ প্রধান শিক্ষক আছেন শ্রী কুমারেশ চন্দ্র দে। এ পর্যন্ত এই স্কুলের মোট ৩২জন প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিদ্যালয়টি শুরুর পর গত ০১/০৯/১৯৮৫ সালে এমপিওভুক্ত হয়।

এই বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম একটি খড়ের ঘর ছিল। পার্শ্ববর্তী পানিঘাটা গ্রামের মৃত মধু হাজী এই ঘর দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। উপজেলায় শিক্ষার আলো প্রথম ছড়িয়ে দেওয়ায় এলাকার মানুষের মণিকোঠায় ঠাঁই পেয়েছেন প্রয়াত প্রসন্ন কুমার সেন। তখন গঙ্গারামপুর তথা শালিখা উপজেলার কোনো লোকই এলাকায় লেখাপড়া করার সুযোগ পেতো না। এই গুণীজনের কারণেই প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দূর থেকেও পায়ে হেঁটে লেখাপড়া করতে আসতো শিক্ষার্থীরা। অন্য উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই স্কুল সবচেয়ে পুরান ও প্রসিদ্ধ।

বর্তমানে এই স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পর্যন্ত কারিগরি শাখাসহ মোট শিক্ষার্থী আছে ১০৫৫ জন। শিক্ষক আছেন ২৬জন। কর্মচারী আছেন ০৫জন। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য ও ভোকেশনাল সেকশন রয়েছে। এখানে আছে প্রায় ৫-৬ একর নিয়ে বড় খেলার মাঠ। আছে লাইব্রেরি, বিজ্ঞানাগার, মাল্টিমিডিয়া কক্ষ, মসজিদ, স্কুলের জায়গায় জনতা ব্যাংক ভবনসহ প্রায় শতাধিক দোকান।

২০১৩ সালে এ স্কুল থেকে শতভাগ পাস করেছে। ২০১৫ সালে ১৫জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. ওয়াহিদ-উন নবী, সদস্য সাধন কুমার রায়, ওয়াহিদুর রহমান, মাফুজুর রহমান, মো. টুকু মিয়া, মর্জিনা বেগম, মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আবুল খায়ের, রিনা পারভীন, সাজ্জাদুর রহমান বলেন, তাদের আমলে ব্যক্তিগত অনুদানে প্রায় ১৫/১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। নবগঙ্গা নদীতে পাকা সিঁড়ি, ব্যাংক ভবন দোতলাসহ সমস্ত বিল্ডিং-এ রং করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান গেট আধুনিকায়ন করে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া স্কুলে নিয়মিত এসেম্বলি ও শতভাগ পোশাক পরে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের নিশ্চিত করা হয়েছে।

**শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ**

**গঙ্গারামপুর পিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়**

> এ অঞ্চলের মানুষ লেখাপড়ার জন্য তখন যশোর, খুলনা, ঢাকা বা কলকাতা যেত। এই ক্রান্তিলগ্নে এগিয়ে আসেন প্রসন্ন কুমার সেন নামে একজন গুণী ব্যক্তি। তিনি উপলব্ধি করেন, যেভাবেই হোক এই অজপাড়াগাঁয় শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে। ফলে তিনি ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে তার নাম অনুসারে প্রসন্ন কুমার সেন নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন

এ বিদ্যাপীঠ থেকে অনেক গুণী ব্যক্তিরা লেখাপড়া করে দেশ-বিদেশে চাকরি করছেন। তৎকালীন সময়ে নড়াইল-মাগুরার এম,এল এ বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত সৈয়দ আতর আলী, ঘোষগাতী গ্রামের কবি ও ডাক্তার মাহবুবুর রহমান ও তার আপন ভাই খুলনা বিভাগের মধ্যে এক সময় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ও কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় নেতা শেখ শামসুর রহমান, বর্তমানে হাইকোর্ট ডিভিশনাল বিচারপতি পাটেখালী গ্রামের মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, স্কুল থেকে প্রথম স্ট্যান্ড করা ছাত্র আমেরিকায় গবেষণা বিভাগে কর্মরত শিমুলিয়া গ্রামের অজিত কুমার রায়, অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম পানিঘাটা গ্রামের মো. ইছাহাক আলী, মৃত পীর এ কামেল মাওলানা মো. মহিউদ্দীন (রঃ) সাখাওয়াত এই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।

এছাড়া নৈহাটা গ্রামের অব. কর্নেল এক সময়ের ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক মো. হান্নান মৃধা, গঙ্গারামপুর গ্রামের ডা. কর্নেল ইসমাইল হোসেন, ডা. আনিসুল হক, ডা. মনোজ কুমার বসু, ইঞ্জিনিয়ার মো. সিদ্দিকুর রহমান, কৃতী ফুটবলার বিপুল কুমার বোস, কবি-সাহিত্যিক কুসুম, কৃতী রানার মো. আলি কদরসহ শত শত শিক্ষার্থী এই মানুষ গড়া বিদ্যাপীঠ থেকে লেখাপড়া করে দেশসহ বিদেশের মাটিতে গৌরব অর্জন করেছেন।

স্কুল কমিটির ৩বার নির্বাচিত সভাপতি মো. ওয়াহিদুন নবীসহ অন্য সদস্যরা বলেন, শালিখা উপজেলাসহ অন্যান্য জেলার অত্যন্ত অজপাড়াগাঁ অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জ্ঞান অর্জন করছে।

বর্তমান প্রধান শিক্ষক বাবু কুমারেশ চন্দ্র দে বলেন, বিদ্যালয়টি জেলার পুরান হিসেবে শ্রেষ্ঠ হলেও এখনও অনেক সমস্যা আছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই খেলার মাঠে পানি জমে, প্রশাসনিক ভবনের জলছাদ নষ্ট হয়েছে। একটি নতুন বিল্ডিং-এর আশু প্রয়োজন। ১জন আয়া ২০০২ সাল থেকে চাকরি করলেও বেতন পাচ্ছে না। বর্তমানে স্কুলে এসএসসি, জেএসসি কেন্দ্র থাকায় বেঞ্চের অনেক ঘাটতি আছে। এছাড়া শিক্ষা, খেলাধুলাসহ নানাবিধ উন্নয়নের কারিগর হিসেবে এই প্রাচীন নন্দিত স্কুলটি দ্রুতভাবেই জাতীয়করণের জোর দাবি করেন।